27.3 চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand-pull Inflation)

মুদ্রাস্ফীতির কারণ অনুযায়ী প্রকারভেদ আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে যে উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত চাহিদার ফলেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। এই অনুমানটি কেইনসীয় আয়তত্ত্বে সমর্থন লাভ করেছে। পূর্ণনিয়োগ অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর অর্থব্যবস্থায় মোট চাহিদা বা ব্যয়ের পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। এই অবস্থায়, ব্যবসায়গোষ্ঠীর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করে ওই অতিরিক্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। কারণ, অর্থব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের স্তরে আছে, যার পর আর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। এই কারণে এই অতিরিক্ত চাহিদা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি করতে থাকে। একেই চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। সচরাচর এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে "অত্যধিক টাকা কতিপয় দ্রব্যকে ধাওয়া করে" (too much money chasing too few goods)।

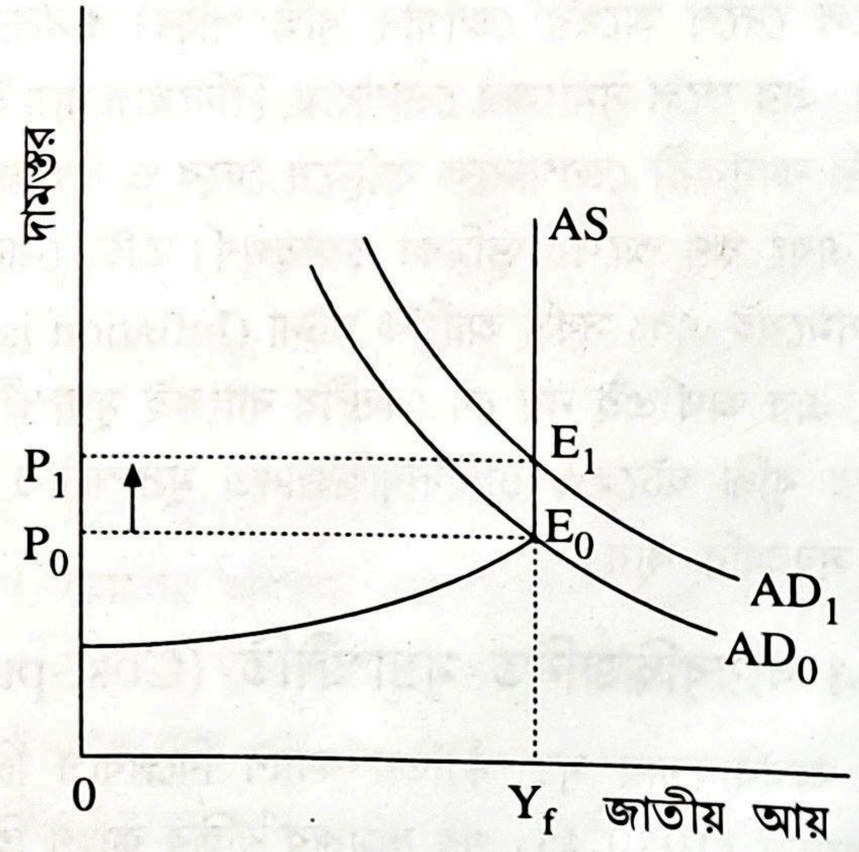

চিত্র 27.1 : চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা 27.1 চিত্রে সামগ্রিক চাহিদা রেখা (aggregate demand curve) ও সামগ্রিক জোগান রেখা (aggregate supply curve) এঁকেছি। AD_0 হল প্রাথমিক চাহিদা রেখা এবং AS হল সামগ্রিক জোগান রেখা। এখানে AS রেখার আকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। AS রেখাটি প্রথমে বাঁদিক থেকে ডানদিকে ওপরের দিকে উঠে

গেছে। এর অর্থ হল এই যে, দামস্তর বেড়ে গেলে দ্রব্যসামগ্রীর জোগান বেড়ে যাবে। তবে, অর্থব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় পৌঁছালে উৎপাদনের একটি সর্বোচ্চ সীমা দেখা যায়, যার পর উৎপাদন বৃদ্ধি বা জোগান বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। এই অবস্থায় পৌঁছালে AS রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। চিত্রে Y_f পূর্ণনিয়োগ বিশিষ্ট জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণের ইঙ্গিত দেয়। আমরা জানি যে চাহিদা ও জোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। স্বভাবতই এই দুই শক্তির পরিবর্তনে দ্রব্যের দামে পরিবর্তন ঘটে। দ্রব্যসামগ্রীর জোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধির দরুন দামস্তর বেড়ে যেতে পারে। একেই চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। চিত্রটির ভূমিতল অক্ষে জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে সাধারণ দামস্তর পরিমাপ করা হয়েছে। AD_0 এবং AS রেখার ছেদ বিন্দু হল E_0 বিন্দু। E_0 বিন্দু অনুযায়ী $0P_0$ হল ভারসাম্য দামস্তর এবং $0Y_f$ হল ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ। এখন ধরা যাক সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধি ঘটল। ফলস্বরূপ চাহিদা রেখা ডানদিকে সরে এসে AD_1 হল। আমাদের অর্থব্যবস্থা যেহেতু পূর্ণনিয়োগের স্তরে আছে সেহেতু সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধি, জাতীয় উৎপন্নের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কিন্তু সাধারণ দামস্তরকে ওপরে তুলে দেয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, দামস্তর $0P_0$ থেকে বেড়ে $0P_1$ হয়েছে। তাহলে দেখা গেল যে, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছানোর পর সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি সাধারণ দামস্তরকে বাড়িয়ে দেয়। অপূর্ণ নিয়োগের অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি ঘটলে যেমন সাধারণ দামস্তর বাড়ে, তেমনি মোট উৎপাদনও বাড়ে। তাই, পূর্ণনিয়োগের অবস্থায় পৌঁছানোর পর চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব হয়।